দৈনিক ইনকিলাব

CC6

তারিখ 10 MAR 1982
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তার কার্যকারিতা খুব একটা সুফল হবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে তা কতটুকু সার্থকতা অর্জন করেছে সেটা সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুখস্ত বিদ্যার চেয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদান অবশ্যই সবাই সমর্থন করেন। তাই, হাতে-কলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণাদির ব্যবস্থা সর্বত্র নিশ্চিত করা উচিত। শহরের নতুন স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকার কারণে ল্যাবরেটরী নেই। তুবও ইচ্ছে করলে এসব স্কুলগুলোতে সাধ্যমত ছোটখাটো ল্যাবরেটরী চালু করা সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু গ্রামের স্কুলসমূহে যেখানে এমনিতেই মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগ চালু রাখা কষ্টসাধ্য সেখানে পরীক্ষায় অক্সিজেন বা 'অমুক গ্যাস' তৈরী কর, অমুক গ্যাস টেস্টে কি ফল পেলে? এ জাতীয় প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। তাছাড়া আর একটি ব্যাপার হল এই যে, বইয়ের অনুশীলনীতে সর্বত্রই দেখা যায় "নিজে কর"। অথচ তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। —এভাবে কি বিজ্ঞান শেখানো যায়? সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জুনিয়র হাইস্কুলগুলোতে। এসব স্কুলে ল্যাবরেটরী রাখার সামর্থ্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। অথচ আমাদের দেশে জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা নগণ্য নয়। উল্লেখিত স্কুলগুলোতে তাহলে কিভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে? স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক থাকলে প্রশ্নসমূহের উত্তর তিনি নিজেই লিখে দেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তা মুখস্ত করে পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাও সর্বত্র নেই। উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। ফলে, অভিভাবকরা গৃহশিক্ষক রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু পৃথিবীর দরিদ্র দেশ হিসাবে আমাদের দেশের কয়টি পরিবারের গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্য রয়েছে?

সুতরাং সুষ্ঠুভাবে আমাদের দেশে সর্বত্র বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব, দেশের সব স্কুলগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক এবং বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণের নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এই সাথে উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকের ব্যবস্থাও করতে হবে। নতুবা দেশে সুষ্ঠু বিজ্ঞানচর্চা তথা বিজ্ঞান শিক্ষা কখনোই সম্ভব হবে না।

—শ্যামলচন্দ্র পাল।